দাওয়াত, তাবলীগ, শাহাদাত ও এসলাহ

মুফতি যুবায়ের আহমদ
পরিচালক : ইসলামী দাওয়াহ্ ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ
মান্ডা শেষ মাথা, মুগদা, ঢাকা-১২১৪
www. jubaer ahmad.com
০১৯১৭ ৫৯৭ ৫৫১

হিলফুল ফুযুল প্রকাশনী
১৩৫/৩, উত্তর মুগদাপাড়া, ঢাকা-১২১৪
০১৭৯৮ ৪১৮ ১০০, ০১৯৭৮ ১২৭ ৮০১
www.hilfulfujul.com

প্রথম প্রকাশ : মে- ২০১৭ ই.

দাওয়াত, তাবলীগ, শাহাদাত ও ইসলাহ
প্রকাশক: আলহাজ্ব ইঞ্জিনিয়ার তালাত মুহাম্মদ তৌফিকে এলাহী
স্বত্ব: পরিবর্তন-পরিবর্ধন না করার শর্তে লেখকের লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে যে কেউ বইটি প্রকাশ ও প্রচার করতে পারবে।
কম্পোজ: আবু ওয়ালিউল্লাহ ।
প্রাপ্তিস্থান
ইসলামী দাওয়াহ্ ইনস্টিটিউট মান্ডা, মুগদা, ঢাকা -১২১৪
বাংলাবাজারসহ দেশের সম্ভ্রান্ত লাইব্রেরীসমূহ
পরিবেশনায়: মাকতাবাতুল এহসান, যাত্রাবাড়ী কিতাব মার্কেট।

শুভেচ্ছা মূল্য- ২০ টাকা মাত্র

ভূমিকা

الحمد لله رب العلمين واصلوة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين
وعلى اله واصحا به اجمعين

আল্লাহ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া, তিনি আমাকে মুসলমান বানিয়েছেন। অগণিত দরূদ ও সালাম প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর।

বিদ্যমান পুস্তিকাটি হলো দাওয়াত, তাবলীগ, শাহাদাত ও এসলাহের বিষয়গুলোর পার্থক্য ফুটিয়ে তোলা। অনেক মুসলমান এই পার্থক্যটুকু না বোঝার কারণে নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। অনেকেই এসলাহর কাজকে মনে করছে আমি তাবলীগ করছি। এই পুস্তিকাটিতে আমরা জানতে পারবো, দাওয়াতের প্রকৃত হকদার কারা? জানতে পারবো তাবলীগ কাদের কাছে করতে হবে। এই নবীওয়ালা জিম্মাদারী আদায় করলাম কি-না? এ ব্যাপারে কেয়ামত দিবসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে কি না? আরো জানতে পারবো, এসলাহ ও আত্মশুদ্ধি সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য। কুরআনের আলোকেই পুস্তিকাটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

পুস্তিকাটি প্রস্তুত করতে অনেকে অনেকভাবে সহযোগিতা করেছেন, বিশেষ ভাবে কম্পোজের কাজে সহযোগিতা করেছেন মাওলানা আলী হাসান।

লেখালেখির ময়দানে আমি শিশু, আর শিশুদের ভুল থাকাটাই স্বাভাবিক। আমরা চেষ্টা করেছি নির্ভুল করেই আপনাদের সামনে পেশ করতে, এরপরও কারো নজরে কোনো ভুল দৃষ্টিগোচর হলে আমাদেরকে জানাবেন। আমরা আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো ও পরবর্তী সংস্করণে ঠিক করে দিবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা লেখক, পাঠক, প্রকাশক সকলকে কবুল করুন আমিন!

যুবায়ের আহমদ
২৯/৩/১৭ইং

প্রকাশকের কথা

তাবলীগ, দাওয়াত, শাহাদাত ও ইসলাহ এই বিষয় গুলো সম্পর্কে আমাদের অনেক ভুলধারণা রয়েছে। এই বিষয়গুলো বিস্থারিত ভাবে কুরআন হাদিসের আলোকে অনেক প্রমাণাদি একত্রিত করে মুফতি যুবায়ের আহমদ সাহেব **তাবলীগ, দাওয়াত, শাহাদাত ও ইসলাহ'** নামে পুস্তিকাটি রচনা করেছেন। আল্লাহর শুকর যে, তিনি আমকে এই পুস্তিকাটি প্রকাশ করার তৌফিক দিয়েছেন।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দের নিকট আমার একান্ত অনুরোধ রইল, আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুদ্রণগত যেসব ভুলত্রুটি রয়ে গেছে সেজন্য আমি অনুতপ্ত। আমার এই অপরাধ মার্জনাযোগ্য মনে করে বইটির ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করলে আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকবো। সম্মানিত পাঠক-পাঠিকার জন্য আমার আল্লাহর নিকট এই প্রার্থনাই রইলো, তিনি যেন তাঁদের সাথে আমাকে ও লেখককে তাঁর দয়ায় ক্ষমা করে দেন। সাথে সাথে দ্বীনের বড় বড় খেদমত আঞ্জাম দেয়ার তৌফিক দান করেন। আমীন!

তালাত মুহাম্মদ তৌফিকে এলাহী
২০-০৫-২০১৭ ইং

তাবলীগ, দাওয়াত, শাহাদাত ও ইসলাহ

প্রিয় পাঠক! আজকের দরসে আমরা আপনাদের সামনে তাবলীগ, দাওয়াত, শাহাদাত এবং ইসলাহ এই চারটি বিষয়ের পার্থক্য তুলে ধরার চেষ্টা করবো ইন্‌শাআল্লাহ। এই পার্থক্যটি না বোঝার কারণে অনেক সময় আমরা ইসলাহের কিছু কাজ করেই আত্মতৃপ্তির ঢেঁকুর তুলি। মনে মনে ভাবি; আমি দাওয়াতের অনেক কাজ করে ফেলেছি। অনেক দায়িত্ব আদায় করেছি। বাস্তবতা কি তাই! আসুন আমরা আমাদের দায়িত্বের ব্যাপকতা নিয়ে সবিস্তারিত পর্যালোচনা করি। প্রথমে আমরা আলোচনা করবো তাবলীগ নিয়ে।

তাবলীগ

তাবলীগ অর্থ হচ্ছে পৌঁছান। চাই নিজেদের মধ্যে পৌঁছাই আর অমুসলিমদের মাঝে পৌঁছাই। এবার আমাদের দেখতে হবে যে, আল্লাহর কালাম 'তাবলীগ' শব্দ দ্বারা কী বোঝায়? এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ.

হে রাসূল, পৌঁছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তার পয়গাম কিছুই পৌঁছালেন না। আল্লাহ্ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।[১]

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি যেন অমুসলিমদের আছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেন। এও বলেছেন যে, এই কাজ যদি না করেন তাহলে আপনি রেসালাতের হক আদায় করলেন না। এই কাজের জন্য আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানুষের ষড়যন্ত্র থেকে হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে কাফেরদের সকল প্রকার কুটকর্ম বিফল হওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। চিন্তা করার বিষয় হলো এখানে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর হুকুম কাদের জন্য? মুসলমানদের না অমুসলিমদের? অনেকে মনে করেন মুসলমানদের জন্য। আমরা বলি এর দ্বারা যদি মুসলমান উদ্দেশ্য হয়, তাহলে জেনে রাখা দরকার, সাহাবায়ে কেরাম

[1] মায়েদা-৬৭

পর্যন্ত পয়গাম পৌঁছানোর জন্য নবীজির কোনো ভয় ছিল না। না তাদের পক্ষ থেকে আক্রমনের কোনো সম্ভাবনা। এর দ্বারা বোঝা যায় এই হুকুম আরবের অমুসলিমদের পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য ছিল।

কেননা والله يعصمك من الناس দ্বারা এই দিকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অন্যথায় যদি শুধু মুসলমানদের মধ্যেই ইসলাহ এবং তাবলিগের কথা বলা হতো, তাহলে والله يعصمك من الناس বলার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

একথাও এর উজ্জ্বল প্রমাণ যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে মক্কাবাসীর কোনো অভিযোগ ছিল না। বরং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মধ্যে নিজের সত্যবাদিতা, আমানতদারী, সততা, পবিত্রতা এসবগুনেই সুপরিচিত ছিলেন। মক্কাবাসীরা এসব ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য পাগলপারা ছিল। নিজেদের আমানতের জিনিসগুলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছেই জমা রাখতো। তাদের অস্থিরতা-পেরেশানির মূল কারণ ছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত। তাইতো একবার আরবের মুশরিকরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিল, যারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাওয়াতী কাজ থেকে বিরত থাকার আপিল করেছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা প্রত্যাখ্যান করেদেন। পর, একই বিষয় নিয়ে তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা আবু তালেবের কাছে গিয়ে বলে হে আবু তালিব! আপনার ভাতিজাকে আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলা থেকে বিরত রাখুন। আবু তালেব রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বাঁধা দিলেন প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম এই লোকেরা যদি আমার এক হাতে চাঁদ ও অপর হাতে সূর্যও এনে দেয়, তারপরও আমি আমার এই কাজ থেকে পিছ পা হবো না। যতক্ষণ না আমার এই রাস্তায় মৃত্যু হয়।

দাওয়াতী কাজকে পরিত্যাগ করার দলিল না আছে কুরআনে না আছে হাদিস শারিফে। এর পরও উম্মত দীর্ঘ সময় থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে অপরাধ জনিত উদাসীনতায় লিপ্ত রয়েছে। চলুন আমরা তাবলীগের দায়িত্ব আদায় করি।

প্রিয় পাঠক! এতক্ষণ আমরা আলোচনা করেছি তাবলিগ সম্পর্কে। এখন কিছু আলোচনা করব দাওয়াত সম্পর্কে।

দাওয়াত

দাওয়াত শব্দটির অর্থ হচ্ছে আহ্বান করা, ডাকা। এখন আমাদের দেখতে হবে দাওয়াত দ্বারা আল্লাহ তাআলা কী বুঝাচ্ছেন? আল্লাহ তাআলা বলেন–

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (125)

আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন উত্তমরূপে জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দনীয় পন্থায়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই ওই ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভালো জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে।[২]

দাওয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে অমুসলিমদেরকে ইসলামের দিকে ডাকা। যখন রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কাজকে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন তখন মক্কার অধিবাসী সকলেই অমুসলিম ছিল। উদাহরণ সরূপ মুশরিক ৭০%, অগ্নিপূজারী ১০%, আহলে কিতাব ১০%, সাবেয়ী ১০% ভাগ = ১০০% ভাগ। কেউ মুসলমান ছিল না। প্রশ্ন হলো তাহলে নবীজী সা. কাকে দাওয়াত দিয়েছিলেন? তিনি ওই অমুসলিমদেরকেই দাওয়াত দিয়েছিলেন।

'দাওয়াত' শব্দটি কুরআনুল কারীমে ২১৩ বার এসেছে। এর মধ্যে ৪৩ বার নবুওয়াতের কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

দাওয়াত সাধারণত দুইটি অর্থেই বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। (১) দু'আ (২) আহ্বান বা ডাকা। দাওয়াতকে নেদা বা ডাকার অর্থে ৪৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ

যে কেউ আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকে, তার কাছে যার সনদ নেই, তার হিসাব তার পালনকর্তার কাছে আছে। নিশ্চয় কাফেররা সফলকাম হবে না।[৩]

'তাবলীগ' এবং 'দাওয়াতের' মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। তাবলীগ বলা হয় শুধু পৌঁছিয়ে দেয়াকে। আর দাওয়াতের মধ্যে রয়েছে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ডাকার আমল। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি সহজে বোঝা যাবে।

[2] নাহল : আয়াত : ১২৫

[3] সুরা মুমিনুন-১১৭

মনে করুন আব্দুল্লাহর ছেলে আব্দুর রহিমের বিয়ে ঠিক হয়েছে আগামী বুধবার দুপুর। তার বাবা কার্ড বা মৌখিকভাবে গ্রামের মানুষ ও আত্মিয়-স্বজনদেরকে দাওয়াত দিল, কিন্তু পাশের বাসার লোকটিকে দাওয়াত দেয়নি। এখন বুধবার দুপুর বেলায় যখন খানা-দানার অনুষ্ঠান শুরু হলো। তখন কি পাশের বাড়ির লোকটি খানা খেতে আসবে? আসবে না। কারণ! তাকে দাওয়াত দেয়া হয়নি। তিনি বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়াদি জানতে পেরেছিল। তার কাছে আওয়াজও পৌঁছেছিল কিন্তু তিনি আসাবেন না কেন? না আসার কারণ কী? কারণ হলো; তার কাছে খবর পৌঁছেছে,তাবলীগ হয়েছে, তাওয়াত হয়নি। জানার দ্বারা দাওয়াতের আমল পুরা হয়ে যায় না। বরং তার জন্য নিয়মতান্ত্রিক বিবাহের দাওয়াত দেয়া জরুরি হয়।

এ কারনেই রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লামকে দাওয়াত ও তাবলিগ উভয়টি আদায়ের হুকুম দেয়া হয়েছিল।

দাওয়াত কবুল করলে কিছু কুরবানি দিতে হয়। যেমন আপনাকে কেউ বিবাহের দাওয়াত দিলো, আপনি দাওয়াত কবুল করলে একদিন আপনার দোকান বন্ধ রাখতে হবে। নিয়মিত কাস্টমাররা ফিরে যাবে। অনেক কিছু কুরবানি করে দাওয়াত কবুল করতে হয়। তেমনি কেউ ইসলামের দাওয়াত কবুল করলে ঘরবাড়ি ছেড়ে আসতে হয়। এর মধ্যে একটি বড় সমস্যা হলো মুসলমান সমাজও তাকে মেনে নিতে চায় না। আর দ্বিতীয় কথা হলো ধর্ম ত্যাগ করে আসা কোনো সাধারণ ব্যাপার নয়। এমন অবস্থায় তাকে দাওয়াত দেওয়া ছাড়া কিভাবে সে ইসলামে আসবে? এই জন্য অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দিতে হবে।

শাহাদাত

তৃতীয় শব্দ হচ্ছে 'শাহাদাত' অন্যান্য শব্দের মতো এই শব্দটিও কুরআনে হাকীমে বিভিন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শাহাদাত অর্থ হলো শাক্ষি দেওয়া। আমরা এই দরসে উম্মতে মুসলিমাকে এক বিশেষ দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যা এতো বড় কাজ যে, যদি জাতি এই দায়িত্ব আদায় না করে, তাহলে দুনিয়াতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আখেরাতেও বাঁচতে পারবে না। সেই দায়িত্ব হলো এই উম্মত দুনিয়ার সামনে এই হক শাক্ষী হয়ে দাড়াবে। কিয়ামতের চিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেন-

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্যে এবং যাতে রাসূল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য। আপনি যে কেবলার ওপর ছিলেন, তাকে আমি এজন্যই কেবলা করেছিলাম, যাতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, কে রসূলের অনুসারী থাকে আর কে পিঠটান দেয়। নিশ্চিই এটা কঠোরতর বিষয়, কিন্তু তাদের জন্যে নয়, যাদেরকে আল্লাহ পথপ্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদের ঈমান নষ্ট করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ, মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, করুনাময়।[4]

এই আয়াতের মাঝে আল্লাহ তাআলা মুসলিম জাতিকে মধ্যম জাতি বলেছেন। এর উদ্দেশ্য হলো যেমনিভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কওমের মাঝে দ্বিন পৌছানোর মাধ্যম হয়েছিলেন। তেমনি ভাবে মুসলিম জাতি এবং রাসুলের মাঝে দ্বিন পৌছানোর মাধ্যম। আল্লাহ তাআলা এই জাতিকে মধ্যম জাতি কেন বানালেন? তা এই আয়াতের মধ্যেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন- لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ যাতে তোমরা মানুষের ওপর শাক্ষী হতে পার।

এই জাতি যেন সকল মানবের ওপর সত্যের দাওয়াতের জিম্মাদারী আদায় করে। দুনিয়ার সামনে হকের শাক্ষী হয়ে দাড়ায়। কেয়ামতের দিন আল্লাহর রাসুল এই উম্মতের ওপর শাক্ষী হয়ে দাঁড়াবেন। এই আয়াতের মধ্যেই রয়েছে তার প্রমাণ - وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا এবং রাসুল তোমাদের ওপর শাক্ষী হবেন।

এই জাতি যদি শাহাদাতের দায়িত্ব আদায় না করে তাহলে রাসুল এই জাতির শাক্ষী কিভাবে হবেন। এক হাদিসে শাহাদাত সম্পর্কে এরকম আলোচনা হয়েছে। একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. কে কুরআন পড়তে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিনি যখন সুরা নিসা তেলাওয়াত করতে করতে এই আয়াতে পৌছলেন-

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا

[4] বাকারা : আয়াত : ১৪৩

আর তখন কী অবস্থা দাঁড়াবে, যখন আমি ডেকে আনব প্রতিটি উম্মতের মধ্য থেকে অবস্থা বর্ণনাকারী এবং আপনাকে ডাকব তাদের ওপর অবস্থা বর্ণনাকারীরূপে। [5]

এই পর্যন্ত পৌছলে নবীজী বললেন থাম। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. যখন নবীজীর দিকে তাকালেন দেখলেন নবীজীর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে। নবীজী এই চিন্তায় কাঁদছিলেন যে আমার উম্মত এই দায়িত্ব আদায় করতে পারবে কি-না। নবীজী শাহাদাতের ব্যাপারে এতো অস্থির ছিলেন যে, যা বিদায় হজের ভাষণের মাধ্যমে জানা যায়। তিনি আরাফার ময়দানে জাবালে নূরের ওপর দাঁড়িয়ে এক লাখ চব্বিশ হাজার সাহাবাদের সামনে এই কথা বললেন-

انتم تسئلون عني فما انتم قائلون ؟ قالو نشهد انك قد بلغت واديت و نصحت

তেমনি ভাবে বিদায় হজ্জের দিন এই ঘোষণা দিয়েছেন।

সম্ভবত আগামী বছর তোমাদের সাথে দ্বিতীয়বার দেখা নাও হতে পারে। আমি কি তোমাদেরকে আল্লাহর পয়গাম পৌছাতে পেরেছি? সাহাবায়ে কেরাম সকলে সমস্বরে বললেন, নিশ্চয় আপনি পৌছিয়ে দিয়েছেন।

নবীজী বললেন, কেয়ামতের দিন আমার ব্যাপারে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তখন তোমরা কী উত্তর দেবে?

সাহাবাগণ বললেন, আমরা শাক্ষী দেব যে আপনি আমাদের কাছে পরিপূর্ণরূপে পয়গাম পৌছিয়ে দিয়েছেন এবং তার হক আদায় করেছেন, আমাদের সাথে কল্যাণ করেছেন।

এরপর নবীজী আকাশের দিকে আঙ্গুল উঠিয়ে আল্লাহকে শাক্ষী রাখলেন। বললেন–

হে আল্লাহ! আপনি শাক্ষী থাকুন। হে আল্লাহ! আপনি শাক্ষী থাকুন। এখানে যারা উপস্থিত তারা অনুপস্থিতদের মাঝে পৌছিয়ে দেবে।

এখানে উপস্থিত মুসলিমদেরকে বলা হচ্ছে। অনুপস্থিতদের বলতে অমুসলিমদেরকে বোঝায়। অথবা ওই সমস্ত লোক যারা এখনো জন্ম হয়নি। ইবনে আব্বাস রা. বলেন এটি নবীজীর উম্মতের জন্য ওসিয়ত। কেয়ামতের দিনও আল্লাহ তাআলা সকল লোককে জমা করে এর সাক্ষি নিবেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন–

[5] নিসা : আয়াত : ৪১

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

পৃথিবী তার পালনকর্তার নূরে উদ্ভাসিত হবে, আমলনামা স্থাপন করা হবে, পয়গম্বরগণ ও সাক্ষীগণকে আনা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হবে-তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। [6]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে কেয়ামতের দিন সকল মানুষকে একত্রিত করা হবে এবং তাদের আমলনামা নিয়ে আসা হবে। নবী এবং সাক্ষীদের সামনে ফায়সালা করা হবে। নবীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, আপনারা কি আমার পয়গামকে উম্মতের মাঝে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন? আর উম্মতদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে তোমাদের কাছে নবী রাসূলগণ কি পয়গাম পৌঁছিয়েছিল? তাদের মধ্যে যদি কেউ সাক্ষীকে অস্বীকার করে তাহলে শাক্ষী হিসাবে উম্মতে মুহাম্মদিকে আনা হবে। উম্মত সাক্ষি দিবে যে, তোমাদের নবী তোমাদের কাছে পয়গাম পৌঁছিয়ে দিয়েছে। এরপর রাসুলদেরকে এই ব্যপারে সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করা হবে। উম্মতে মুহাম্মদী যদি এই উম্মতের হক আদায় না করে তাহলে রাসূলের সাক্ষীরমুস্তাহিক কিভাবে হবে? বরং উল্টো আল্লাহর দরবারে জালিম হয়ে অপরাধীদের কাঠগড়ায় দাড়াতে হবে। যে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

তার থেকে বড় জালেম আর কে হতে পারে যার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক শাক্ষী হবে আর সে তা গোপন করে।[৭]

শাহাদাতের এই জিম্মাদারি এতো গুরুত্বপূর্ণ যে, তার জিজ্ঞাসাবাদ থেকে কোনো পয়গম্বরগণও বাঁচতে পারবে না। না মুসলিম জাতি। আল্লাহ তাআলা বলেন–

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ

অতএব, আমি অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞেস করব যাদের কাছে রাসূল প্রেরিত হয়েছিল এবং আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করব রাসূলগণকে। [8]

যখন আল্লাহর রাসুল জিজ্ঞাসিত হবেন তাহলে এই উম্মত কিভাবে জিজ্ঞাসা থেকে বেঁচে যাবে?

[6] যুমার : আয়াত : ৬৯

[7] বাকারা-৪০

[8] আরাফা : আয়াত : ০৬

সাক্ষী দুই প্রকার ১. মৌখিক ২. আমলি।

মৌখিক সাক্ষী হলো, আমরা আমাদের জবান, কলম এবং সকল সম্ভব মাধ্যমগুলো দিয়ে দুনিয়াতে হককে প্রকাশ করবো। যা নবীজীর মাধ্যমে আপনাদের পর্যন্ত পৌছেছে।

আমলি শাক্ষি হলো, আমরা আমাদের আমল আখলাকের মাধ্যমে মানুষের মাঝে এই পয়গামকে পৌঁছাবো। মানুষ শুধু আমাদের কথা শুনবেই না। বরং তাদের চোখ দিয়ে দেখবে।

কেউ এই প্রশ্ন করে যে, যখন সমস্ত কাম অমুসলিমদের মধ্যে করতে হয় তাহলে মুসলমানদের মধ্যে কী করতে হবে? এর জওয়াব হচ্ছে মুসলামানদের মধ্যে এসলাহ তথা আত্মশুদ্ধি করতে হবে।

ইসলাহ

চতুর্থ ও শেষ শব্দ হচ্ছে 'ইসলাহ' । ইসলাহ মানে ঠিক করা। যেমন কোনো জিনিস বাঁকা হয়ে গিয়েছে সেটাকে সোজা করা। এটাই হলো ইসলাহ। ঠিক মুসলিম সমাজ বাঁকা হয়ে গিয়েছে, খারাপ হয়ে গিয়েছে, তাই সেটাকে ঠিক করা। এবার আমাদের দেখতে হবে আল্লাহর কালামে ইসলাহের কী উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ

আর আমি মূসাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি ত্রিশ রাত্রির এবং সেগুলোকে পূর্ণকরেছি আরো দশ দ্বারা। বস্তুত এভাবে চল্লিশ রাতের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেছে। আর মূসা তাঁর ভাই হারুনকে বললেন, আমার সম্প্রদায়ে তুমি আমার প্রতিনিধি হিসাবে থাক। তাদের সংশোধন করতে থাক এবং হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের পথে চলো না।[৯]

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

অর্থাৎ সমস্ত মু'মিন পরস্পর ভাই ভাই যদি কোনো মুআমালা সামনে আসে তাহলে আপশের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।[১০]

বুঝাগেল মুসা আ. কউমে ফেরাউন এবং তার বাহিনীর মাঝে দাওয়াতি কাজ করতেন আর বনী ইসরায়েল মুসলমান ছিল আর তাদের মধ্যে অনেক

[9] আরাফা : আয়াত : ১৪২

[10] হুজরাত-১০

খারাবি ছিল। ফেরাউন থেকে নাজাত পাওয়ার পর তুর পাহাড়ে যাওয়ার সময় তার ভাই হারুন আ.-কে বলে গিয়েছিলেন, আমি যাওয়ার পর তুমি তাদের আত্মশুদ্ধি করবে। এখানে মুসলমানদেরকে ঠিক করার জন্য যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হলো এসলাহ। আল্লাহর কাছে দু'আ চাই আল্লাহ যেন আমাদেরকে দাওয়াত, তাবলিগ, ইসলাহ করার তৌফিক দান করেন। আমিন।

আসুন সহযোগী হই

এই সবগুলো কাজই হলো আমাদের সবার। কিন্তু আমাদের সামনে বিদ্যমান সমস্যাগুলোর মাঝে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, দ্বীনের বিভিন্ন শাখার কর্মীদের মাঝে পরস্পর সু-সম্পর্ক ও সহযোগিতার মানসিকতা বিলীন হয়ে গেছে। এমনকি পরিস্থিতি এই দাঁড়িয়েছে যে, কোনো এক শাখার একই ব্যবস্থাপনাধীন লোকদের মাঝেও পরস্পর বড় ধরনের বিরোধ দেখা দেয়। জীবনের বেশিরভাগ সময় ব্যয় হয় অন্যকে খাটো করে নিজের অবস্থান ঊর্ধ্বে তুলে ধরার মধ্যে। ঈমান ও কুফর, হক ও বাতিলের দ্বন্দ্বের পরিবর্তে শুরু হয় অন্য এক লড়াই। প্রত্যেকের ধারণা আমি যা কিছু করছি বা আমার দ্বারা যে কাজ হচ্ছে, সেটিই কাজ, আর সেটিই হক ও সত্য। অন্যরা যা কিছু করছে তা কোনো কাজই না। এভাবে নিজের কাজের প্রতি গুরুত্ব দিতে গিয়ে অন্যের কাজকে তুচ্ছ মনে করার মানসিকতাটাই মুখ্য হয়ে ওঠেছে।

আমাদের মাঝে অপর কোনো শাখার বা সংস্থার কর্মীদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও স্বীকৃতির মানসিকতা হারিয়ে গেছে। যার ফলে আল্লাহপ্রদত্ত মূল্যবান যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতাগুলো অসৎ ও অকল্যাণকর কাজে নষ্ট হচ্ছে। এজন্য জাতির হৃদয়বান ব্যক্তিদের ও দ্বীনের খাদেমদের চেষ্টা করতে হবে এই ব্যাধি দূর করার। সেই সৌভাগ্যবানকে আল্লাহ তাআলা দ্বীনের কোনো একটি অংশে খেদমত করার সুযোগ দিয়েছেন, তার কর্তব্য, এই ব্যাধি দূর করার চেষ্টা করা।

আমেরিকায় অনেক ব্যক্তি ও সংগঠন ইসলামের দাওয়াত দেয়ার চেষ্টা করছেন। হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)-কে তাঁর

আমেরিকার সফরে সেখানকার হিতাকাঙ্ক্ষীগণ সেদেশের দ্বীনের কর্মীদের মাঝে পরস্পর সম্পর্ক ও সহযোগিতার অভাবের কথা জানিয়ে চিকিৎসার আবেদন জানালে হযরত মাওলানা (রহ.) যে আলোচনা করেছিলেন তার সারমর্ম তুলে ধরছি।

"দুটি বস্তুকে একত্রিত করার জন্য একটি মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। দুটি কাগজকে একসাথে মিলানোর জন্য গাম ব্যবহারের করতে হয়। একটি কাঠকে অন্য একটি কাঠের সাথে যুক্ত করার জন্য বিশেষ ধরনের গাম ব্যবহার করা হয়। তদ্রূপ অন্তরের সাথে অন্তর জোড়া লাগানোর জন্য এক প্রকার গাম আছে। আর তা হলো ইখলাস এবং আল্লাহর সাথে নিবিড় সম্পর্ক। ইখলাস ও আল্লাহর সাথে সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করেই হতে পারে পরস্পর মিলন। এক অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শের মাধ্যমে একথা স্পষ্ট হয়, দ্বীনের বিভিন্ন শাখার কর্মীদের মাঝে পরস্পরের দূরত্ব ও সম্পর্কের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার কারণ হলো, ইখলাস কম থাকা।"

এখলাছের নিদর্শন ও তা চেনার উপায় সম্পর্কে হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ.- এর একটি বাণী আমাদের জন্য আলোকবর্তিকা হতে পারে।

তিনি বলেন, 'দ্বীনের একাটি মৌলিক স্বীকৃত নীতি হলো ইখলাস ছাড়া কোনো আমল গ্রহণযোগ্য হয় না। এখলাসের মাপকাঠি হল, দ্বীনের প্রতিটি কর্মীর প্রতি তার দ্বারা অনুগৃহীত হওয়ার অনুভুতি নিজের অন্তরে সৃষ্টি হওয়া। যদি কারো অন্তরে অন্যের দ্বারা অনুগৃহীত হওয়ার অনুভতি সৃষ্টি হয়, তাহলে বুঝা যাবে তার অন্তরে ইখলাস আছে, অন্যথায় নেই।

যদি অন্তরে প্রতিহিংসা সৃষ্টি হয়, মনে করে তার প্রতিষ্ঠান কেন চলছে? সে কেন কাজ করছে? অন্যের মাধ্যমে কোনো কাজ সম্পাদিত হলে সেটাকে কাজই মনে করা হয় না। ব্যাস! কাজ তো সেটিই যা আমি করছি। যদি নিয়ত এমনই হয়, তাহলে তার জন্য ইখলাস হলো, প্রত্যেকেই দ্বীনের প্রতিটি কাজকে নিজের কাজ মনে করবে। মনে করুন, আপনার একটি বিডিং তৈরি হচ্ছে। কেউ এসে সেখানে শ্রম দিতে লাগল, বালির সাথে সিমেন্ট মিলাতে শুরু করল, ইট এগিয়ে দিল, আপনি কি তার এটাকে তার অনুগ্রহ বলে মনে করবেন না? আপনি তো মনে করবেন এ কাজগুলো আমারই ছিল, ওই ব্যক্তি আমার হয়ে আমার কাজটা করে দিচ্ছে। আল্লামা শওকানী (রহ.)ও এই মূলনীতিটি উল্লেখ করে বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি কোথাও দ্বীনের কোনো শাখায় কাজ করতেথাকে, আর সেখানে তার চেয়েও ভালো কোনো

কর্মী চলে আসে, তাহলে এখলাসের পরিচয় হলো আগত ব্যক্তিকে অনুগ্রহকারী মনে করে কাজের সুযোগ দেবে এবং নিজে অন্যস্থানে কাজ শুরু করবে। আগত কর্মীকে পূর্ণ সহযোগিতা করবে। মোটকথা, দ্বীনী প্রতিষ্ঠান ও তার কর্মকর্তাদের মাঝে পরস্পর সম্পর্ক ও সহযোগিতার মূল ভিত্তি হতে পারে এখালাস ও আল্লাহর সাথে মজবুত সম্পর্ক।

এখালাস অন্তরের এমন এক অবস্থার নাম, যা প্রতিটি মানুষের থাকা উচিত। অন্তরে ইখলাস সৃষ্টি করা এবং তা বজায় রাখার হুকুমও শরিয়ত দিয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, ইখলাস সৃষ্টি করা এবং তার ওপর দৃঢ় থাকা ইখতিয়ার ও সামর্থ্যের ভেতরের বিষয়। কখনো কখনো মানুষক কাজের শুরুতে খুবই মুখলিস থাকে। কিন্তু পরে ইখলাস কমতে কমতে শেষ হয়ে যায়। আবার কখনো এর বিপরীতও ঘটে। কাজের শুরুতে ইখলাস থাকে না, পরে ধীরে ধীরে ইখলাস নসিব হয়ে যায়। অন্তরে ইখলাস সৃষ্টি করা এবং তা বজায় রাখার জন্য অভিজ্ঞতার আলোকে একটি পদ্ধতির কথা বলছি।

অন্যের সাথে মিলে কাজ করবে এবং অন্যের পেছনে পেছনে থাকার মেজাজ তৈরি করেবে। মানুষকে নিজের সাথে জুড়ানোর চেষ্টা করবে না। আজকাল দ্বীনের খাদেম এবং ধর্মীয় সংগঠনে কর্মীরা চেষ্টা করেন, সকলেই যেন আমার দলে চলে আসে এবং আমার পিছনে থেকে কাজ করে। হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) এর ভাষ্যমতে ‘ প্রত্যেকই অনুসণীয় হতে চায়, তাহলে অনুসারী আসবে কোত্থেকে।‘এজন্য নিজেকে মুক্তাদী (অনুসরণকারী) বানান। অনুসরণীয় সাজা থেকে বিরত থাকুন। অনুসারী হয়ে অন্যের সাথে মিলে কাজ করার মধ্যে শুরুতে ইখলাস থাকে এবং ধীরে ধীরে তা বাড়তেই থাকে।

সমাপ্ত